আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

অযু, তায়াম্মুম ও গোসল

Sisters’Forum In Islam

অযু

অজু (الوُضوء) আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো নির্দিষ্ট চারটি অঙ্গ ধৌত করা। ইসলামি পরিভাষায় শরীর পবিত্র করার নিয়তে পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন-হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও (ভিজা হাতে) মাথা মাসাহ করাকে ওযু বলে।

“হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসেহ কর এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও; --- মায়েদাঃ ৬

১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। এর মধ্যে- গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেয়াও অন্তর্ভুক্ত হবে।

২। কনুই পর্যন্ত হাত একবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। এর মধ্যে কানদ্বয় মাসেহ করাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪। দুই পায়ের টাকনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

৫। এই ক্রমধারা বজায় রাখা।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা।

একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অপরটি ধোয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ সময়ের বিরতি না পড়ে। বরং এক অঙ্গের পরপর অপর অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা।

Sisters Forum In Islam

এগুলো হচ্ছে- অজুর ফরয কাজ; অজু শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

Sisters'Forum In Islam

অযুর শর্তাবলী:

অযুর শর্তাবলী দশটি। সেগুলো হলো:

১- ইসলাম।

২- জ্ঞান বা বিবেক।

৩- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৪- নিয়ত করা এবং পবিত্রতা অর্জন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ত অবশিষ্ট থাকা।

৫- যেসব কারণে অযু ফরয হয় সেসব কারণ দূর হওয়া।

৬- ইস্তিঞ্জা করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা) ও ইস্তিজমার করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা পাতা বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দুর করা)।

৭- পানি পবিত্র হওয়া।

৮- পানি বৈধ হওয়া।

৯- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।

১০- যে ব্যক্তির সর্বদা অপবিত্র হওয়ার সমস্যা থাকে তার ক্ষেত্রে ফরয সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

Sisters'Forum In Islam

Sisters'Forum In Islam

অযু করার দুটো পদ্ধতি রয়েছে-

ক. ফরয পদ্ধতি। সেটা হচ্ছে-

১। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। এর মধ্যে- গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেয়াও অন্তর্ভুক্ত হবে।

Sisters'Forum In Islam

২। কনুই পর্যন্ত হাত একবার ধৌত করা।

৩। সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। এর মধ্যে কানদ্বয় মাসেহ করাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪। দুই পায়ের টাকনু পর্যন্ত একবার ধৌত করা।

পূর্বোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে 'একবার' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোন অংশ যেন ধোয়া থেকে বাদ না পড়ে।

৫। এই ক্রমধারা বজায় রাখা। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল ধৌত করবে, এরপর হাতদ্বয় ধৌত করবে, এরপর মাথা মাসেহ করবে, এরপর পা দুইটি ধৌত করবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ক্রমধারা বজায় রেখে ওযু করেছেন।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা। অর্থাৎ উল্লেখিত অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করা; যাতে করে একটি অঙ্গ ধোয়ার পর অপরটি ধোয়ার মাঝখানে স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ সময়ের বিরতি না পড়ে। বরং এক অঙ্গের পরপর অপর অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা।

Sisters'Forum In Islam

খ. মুস্তাহাব পদ্ধতি: যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে; অযুর বিস্তারিত পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১। ব্যক্তি নিজে পবিত্রতা অর্জন ও হাদাস (অযু না থাকার অবস্থা) দূর করার নিয়ত করবে। তবে নিয়ত উচ্চারণ করবে না। কেননা নিয়তের স্থান হচ্ছে- অন্তর। সকল ইবাদতের ক্ষেত্রেই নিয়তের স্থান অন্তর।
২। বিসমিল্লাহ বলবে।
৩। হাতের কব্জিদ্বয় তিনবার ধৌত করবে।

Sisters'Forum In Islam

৪। এরপর তিনবার গড়গড়া কুলি করবে (গড়গড়া কুলি: মুখের ভেতরে পানি ঘুরানো)। বাম হাত দিয়ে তিনবার নাকে পানি দিবে ও তিনবার নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলে দিবে। 'ইস্তিনশাক' শব্দের অর্থ- নাকের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করানো। আর 'ইস্তিনসার' শব্দের অর্থ- নাক থেকে পানি বের করে ফেলা।

৫। মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করবে। মুখমণ্ডলের সীমানা হচ্ছে- দৈর্ঘ্যে মাথার স্বাভাবিক চুল গজাবার স্থান থেকে দুই চোয়ালের মিলনস্থল ও থুতনি পর্যন্ত। প্রস্থে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত। ব্যক্তি তার দাঁড়ি ধৌত করবে। যদি দাঁড়ি পাতলা হয় তাহলে দাঁড়ির ওপর ও অভ্যন্তর উভয়টা ধৌত করবে। আর যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় যে চামড়া দেখা যায় না তাহলে দাঁড়ির ওপরের অংশ ধৌত করবে, আর দাঁড়ি খিলাল করবে।

৬। এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। হাতের সীমানা হচ্ছে- হাতের নখসহ আঙ্গুলের ডগা থেকে বাহুর প্রথমাংশ পর্যন্ত। ওজু করার আগে হাতের মধ্যে আঠা, মাটি, রঙ বা এ জাতীয় এমন কিছু লেগে থাকলে যেগুলো চামড়াতে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করতে হবে।

Sisters'Forum In Islam

৭। অতঃপর নতুন পানি দিয়ে মাথা ও কানদ্বয় একবার মাসেহ করবে; হাত ধোয়ার পর হাতের তালুতে লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়।
মাসেহ করার পদ্ধতি হচ্ছে- পানিতে ভেজা হাতদ্বয় মাথার সামনে থেকে পেছনের দিকে নিবে; এরপর পুনরায় যেখান থেকে শুরু করেছে সেখানে ফিরিয়ে আনবে। এরপর দুই হাতের তর্জনী আঙ্গুল কানের ছিদ্রতে প্রবেশ করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের পিঠদ্বয় মাসেহ করবে। আর মহিলার মাথার চুল ছেড়ে দেয়া থাকুক কিংবা বাঁধা থাকুক; মাথার সামনের অংশ থেকে ঘাড়ের ওপর যেখানে চুল গজায় সেখান পর্যন্ত মাসেহ করবে। মাথার লম্বা চুল যদি পিঠের ওপর পড়ে থাকে সে চুল মাসেহ করতে হবে না।

৮। এরপর দুই পায়ের কা'ব বা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করবে। কা'ব বলা হয় পায়ের গোছার নিম্নাংশের উঁচু হয়ে থাকা হাড্ডিদ্বয়কে।

দলিল হচ্ছে ইতিপূর্বে উল্লেখিত উসমান (রাঃ) এর ক্রীতদাস হুমরান এর বর্ণনা যে, একবার উসমান বিন আফফান (রাঃ) অযুর পানি চাইলেন। এরপর তিনি অযু করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), উসমান (রাঃ) হাতের কব্জিদ্বয় তিনবার ধুইলেন, এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তার মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ করলেন। এরপর তার ডান পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পা ধুইলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এ অযু করার ন্যায় অযু করতে দেখেছি এবং অযু শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ অযুর ন্যায় অযু করবে এবং একান্ত মনোযোগের সাথে দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"[সহিহ মুসলিম, ত্বহারাত ৩৩১]

Sisters' Forum In Islam

How to Perform Wudu

Sisters' Forum In Islam

শাইখ সালেহ আল-ফাওযান (হাফিযাহুল্লাহ্) বলেন: অযুর সুন্নতসমূহ হচ্ছে-

১। মেসওয়াক করা। এর স্থান হচ্ছে- গড়গড়ার সময়। যাতে করে মেসওয়াক ও গড়গড়ার মাধ্যমে মুখ পরিস্কার করা যায়; যার ফলে ইবাদত, তেলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র সাথে গোপন আলাপের জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়া যায়।

২। অযুর শুরুতে চেহারা ধৌত করার আগে হাতের কব্জিদ্বয় তিনবার ধৌত করা। এ বিষয়টি হাদিসে উদ্ধৃত হওয়ার কারণে এবং যেহেতু হস্তদ্বয় হচ্ছে- ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার করার মাধ্যম।তাই এ দুটোকে ধৌত করার মাঝে সমস্ত অযুর জন্য সতর্কতা অবলম্বন পাওয়া যায়।

৩। চেহারা ধৌত করার আগে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেয়া; অনেক হাদিসে এ দুটো দিয়ে শুরু করার কথা উদ্ধৃত হওয়ার কারণে। রোযাদার না হলে প্রকৃষ্টভাবে এ দুটো আদায় করবে। গড়গড়া কুলি প্রকৃষ্টভাবে আদায় করার অর্থ হল: গোটা মুখের ভেতরে পানি ঘুরানো। প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দেয়ার অর্থ হচ্ছে: পানি টেনে একেবারে নাকের উপরে তুলে নেয়া।

৪। পানি দিয়ে ঘন দাঁড়ি খিলাল করা; যাতে করে ভেতরে পানি ঢুকে। দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা।

৫। ডান হাত ও ডান পা দিয়ে শুরু করা।

৬। মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পা-যুগল ধৌত করার ক্ষেত্রে একবারের অধিক তিনবার ধৌত করা।[আল-মুলাখ্‌খাস আল-ফিকহি (১/৪৪-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

Sisters'Forum In Islam

সুন্নতের মধ্যে আরও রয়েছে:

জমহুর আলেমের মতে, কানদ্বয় মাসেহ করা। ইমাম আহমাদের মতে, কানদ্বয় মাসেহ করা ওয়াজিব। ইতিপূর্বে 115246 নং প্রশ্নোত্তরে তা বর্ণিত হয়েছে।

Sisters'Forum In Islam

অযুর পরে মুস্তাহাব হচ্ছে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ।

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত্তা ওয়াবীন ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতাহ্হিরীন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। (অর্থ- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।)

ওযুর শেষে নিম্নের দুআ পাঠ করলে তা শুভ্র নিবন্ধে লিখে সীল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা নষ্ট করা হয় না।
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ।
"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত , আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।"
অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। (ত্বাহাবী, সহিহ তারগিব ২১৮নং, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ১/১৩৫, ৩/৯৪)

Sisters'Forum In Islam

যদি কেউ পবিত্র অবস্থায় থাকে তাহলে পোশাক পরিবর্তন করা অজু ভঙ্গের কারণ নয়; যতক্ষণ না অজু ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে। এ ক্ষেত্রে নর-নারীর বিধান সমান। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

Sisters'Forum In Islam

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১। দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া (যেমন- পেশাব, পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি)। কিন্তু নারীর সামনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হলে ওজু ভাঙ্গবে না।

২। নির্দিষ্ট নিগর্মন পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে পায়খানা বা পেশাব বের হওয়া।

৩। বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলা। সেটা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে হোক; যেটা হচ্ছে পাগলামি। কিংবা বিশেষ কারণের পরিপ্রেক্ষিতে (যেমন- ঘুম, বেহুশ হয়ে যাওয়া, মাতাল হওয়া ইত্যাদি) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবেক-বুদ্ধি বিকল হয়ে থাকুক।

৪। পুরুষাঙ্গ ছোঁয়া। দলিল হচ্ছে– বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রাঃ) এর হাদিস তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে: "যে ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছে তার উচিত ওজু করা"।[সুনানে আবু দাউদ, তাহারাত অধ্যায়/১৫৪), আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (১৬৬) বলেছেন: সহিহ]

৫। উটের গোশত খাওয়া। দলিল হচ্ছে জাবের বিন সামুরা (রাঃ) এর হাদিস: "এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের গোশত খাওয়ার কারণে ওজু করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ।"[সহিহ মুসলিম, হায়েয অধ্যায়/৫৩৯)]

৬। যেসব কারণে গোসল ফরয হয় সেসব কারণে অযুও ফরয হয়, যেমন ইসলাম গ্রহণ ও বীর্য বের হওয়া, তবে মারা গেলে শুধু গোসল ফরয হয়, অযু ফরয হয় না।

এখানে উল্লেখ্য, কোন নারীর শরীরের ছোঁয়া লাগলেই ওজু ভেঙ্গে যাবে না; সেটা উত্তেজনাসহ হোক কিংবা উত্তেজনা ছাড়া হোক; যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ছোঁয়ার কারণে কোন কিছু বের না হয়।

[দেখুন: শাইখ উছাইমীনের 'আল-শারহুল মুমতি' (১/২১৯-২৫০) ও স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (৫/২৬৪)]

সূত্র: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

Sisters'Forum In Islam

Sisters'Forum In Islam

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

ক- তায়াম্মুমের শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা, কামনা করা, মনস্থ করা।

খ- তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থ: পবিত্র মাটি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুখ ও দু হাত মাসাহ করা।

আল্লাহ এ উম্মতের জন্য যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন তায়াম্মুম সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এটি পানির পরিবর্তে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম।

কার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ:

ক- পানি পাওয়া না গেলে বা পানি দূরে থাকলে।

খ- কারো শরীরে ক্ষত থাকলে বা অসুস্থ হলে এবং সে পানি ব্যবহার করলে ক্ষত বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।

গ- পানি অতি ঠাণ্ডা হলে এবং গরম করতে সক্ষম না হলে।

ঘ- যদি মজুদ পানি ব্যবহারের কারণে নিজে বা অন্য কেউ পিপাসায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা করে।

তায়াম্মুম ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

ক- বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

খ- মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

গ- অপবিত্রতা নষ্টকারী কোনো কিছু ঘটা।

Sisters' Forum In Islam

তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

ক- ইসলাম।
খ- হায়েয বা নিফাসের রক্ত শেষ হওয়া।
গ- আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।
ঘ- পবিত্র মাটি পাওয়া।

কী কী বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়?

মাটি, বালি, কাঁকর ও সিমেন্ট ইত্যাদি। তাছাড়া মাটির তৈরি হাড়ি-পাতিল ও ইট দ্বারাও তায়াম্মুম হবে। কোন কোন ফকীহর মতে, পাথর দ্বারাও তায়াম্মুম জায়েয। কারণ পাথর মাটিরই অন্তর্ভুক্ত এক প্রকার কঠিন শীলা পদার্থ । দ্রব্যটি মাটির মতো হলে যেমন চুন, সুরমা ইত্যাদি দিয়েও তায়াম্মুম জায়েয, ইনশাআল্লাহ । তবে লোহা, প্লাস্টিক, কাঠ, কাপড়, সোনা, চাদি, পিতল, কাঁচ, রঙ, কাগজ ও ছাই এসব বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম হবে না।

তায়াম্মুমের ফরযসমূহ:

ক- নিয়ত।
খ- পবিত্র মাটি।
গ- একবার মাটিতে হাত মারা।
ঘ- মুখমণ্ডল ও হাতের তালু মাসাহ করা।

তায়াম্মুমের জন্য কী কী কাজ সুন্নাত?

১. শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা,
২. প্রথমে মুখমণ্ডল ও পরে হাত মাসেহ করা,
৩. দু হাতের তালু দিয়ে মাটির উপর হাত মারা,
৪. মাটিতে হাত মারার পর সেখানে ফু দেওয়া ও হাত ঝাড়া দেওয়া।
৫. প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত মাসেহ করা।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ:

Sisters’Forum In Islam

ক- পানি পাওয়া গেলে।
খ- উল্লিখিত অযু ও গোসল ভঙ্গের কারণসমূহ পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তায়াম্মুম হলো অযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত, আর মূল পাওয়া গেলে তার স্থলাভিষিক্তের কাজ শেষ হয়ে যায়।

Sisters’Forum In Islam

মাটি ও পানি কোনটাই পাওয়া না গেলে কী করব?

মাটি ও পানি কোনটাই পাওয়া না গেলে সে অবস্থায় ওযু বা তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করতে পারবে। (দেখুন বুখারী: ৩৩৬ নং হাদীসের মর্ম)। এরপরও নামায না পড়ে থাকার অনুমতি নেই।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: "আমি বিছানায় শয্যাশায়ী। নড়াচড়া করার মত শক্তি রাখি না। এমতাবস্থায় আমি নামাযের জন্য কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি ও নামায পড়তে পারি? জবাবে তাঁরা বলেন: এক: মুসলিমের উপর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। যদি কোন রোগের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয় তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে। যদি তায়াম্মুমও করতে না পারে তাহালে তার উপর থেকে পবিত্রতার বিধান মওকুফ হয়ে যাবে এবং সে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় নামায পড়বে।
আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর"। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: "তবে দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কষ্ট চাপিয়ে দেননি।"[সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৭৮]
পক্ষান্তরে, পেশাব ও পায়খানার যা কিছু বের হয় সেটা পাথর দিয়ে কিংবা পবিত্র টিস্যুপেপার দিয়ে পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। এগুলো দিয়ে ময়লা বের হওয়ার স্থানটি তিন বা ততোধিকবার পরিষ্কার করবে; যাতে করে স্থানটি নির্মল হয়ে যায়।"[ফাতাওয়াল লাজনাদ্ দায়িমা (৫/৩৪৬)]

Sisters'Forum In Islam

Sisters'Forum In Islam

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি কী?

১. প্রথমে মনে মনে নিয়ত করবে । অর্থাৎ এ তায়াম্মুম ওযূর বদলে অথবা গোসল ফরয হয়ে থাকলে গোসলের পরিবর্তে সে ইচ্ছা পোষণ করবে। মুখে কোন কিছুই বলা লাগবে না।

২. অতঃপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়বে।

৩. এরপর দুই হাতের তালু পাক মাটির উপর মেরে ধুলোবালি থাকলে ফু দিয়ে বা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল হালকাভাবে একবার মাসেহ করবে। তারপর ডান হাত মাসেহ করবে বাম হাত দ্বারা, আর সবশেষে বাম হাত মাসেহ করবে ডান হাত দ্বারা। তবে এর বিপরীতও জায়েয। নিয়ম হলো এক হাতের তালু দিয়ে অপর হাতের পিঠ মাসেহ করবে শুধুমাত্র কব্জি পর্যন্ত, কনুই পর্যন্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। (দেখুন: এ সম্পর্কিত হাদীস, বুখারী: ৩৪৭, মুসলিম: ৩৬৮)।

উল্লেখ্য যে,

(ক) মুখ ও হাত মাসেহ করার জন্য মাটিতে হাত মারবে মাত্র একবার, মুখ মাসেহের জন্য একবার, আবার হাত মাসেহের জন্য আরেকবার এভাবে দু'বার প্রয়োজন নেই । দু'বার হাত মারার হাদীসটি দুর্বল । বিশুদ্ধ হলো, মাটিতে মাত্র একবার হাত মারা।

(খ) কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করার পক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। আছে দুর্বল হাদীস । কাজেই শুদ্ধ হলো, শুধুমাত্র হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা। যা সহীহ বুখারীতে এসেছে । সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রা) বলেছেন, তায়াম্মুম বিষয়ে বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলো দুর্বল । অতএব, বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সহীহ হাদীসের বিপরীতে দুর্বল হাদীস আমল করা ঠিক নয়।

তায়াম্মুমের বিবিধ মাসাইল

১. তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পরপরই পানি পাওয়া গেলে- এ সালাত আবার নতুন করে আদায় করা লাগবে না।

২. যার উপর গোসল ফরয এমন লোক যদি গোসল করলে রোগ বৃদ্ধি পায় তাহলে গোসল না করে তায়াম্মুম করলেই তার জন্য যথেষ্ট।

৩. একই তায়াম্মুমে একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েয। (আল মুমতি)। প্রতি ওয়াক্তে পুনঃপুন তায়াম্মুম করার পক্ষে যেসব কথাবার্তা বা আছার রয়েছে এগুলো শুদ্ধ নয়।

৪. ওযূ ও ফরয গোসল উভয়ের জন্য যদি একসাথে তায়াম্মুম করে, অতঃপর শুধু ওযু ভঙ্গের কারণ ঘটে তাহলে শুধু ওযূর তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে। গোসলের তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। তবে যদি পুনরায় গোসল ফরয হয় তাহলে সে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যাবে ।

৫. পানি খোঁজাখুজি না করেই তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল, অথচ পাশেই পানি রয়েছে এমন হলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে । (ফাতাওয়া ইসলামিক সউদী উলামা কমিটি- ১/২২০)।

৬. কেউ যদি সালাত আদায় অবস্থায় পানির সন্ধান পেয়ে যায় তাহলে তার উচিত নামায ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযু করে সালাত আদায় করা। (ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৬৩)

৭. ওযু ও গোসল করে যা যা করা বৈধ, তায়াম্মুম করেও সেসব কাজ করা জায়েয। কেননা, তায়াম্মুম ওযূ গোসলের পরিবর্তে । (ফিকহুস সুন্নাহ)।

৮. যেসব দ্রব্য দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই, ঐসব বস্তুর উপর যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ধুলোবালি পড়ে থাকে তাহলে ঐসব বস্তুর উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে

ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম:

কারো হাড় ভেঙ্গে গেলে বা শরীরে ক্ষত বা জখম হলে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করলে ও কষ্ট হলে তবে ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম করবে এবং বাকী অংশ ধুয়ে ফেলবে।

কেউ পানি ও মাটি কোনটিই না পেলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নিবে। তাকে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

Sisters Forum In Islam

জুতার বা মোজার উপর মাসেহ করাঃ

সময়সীমা:

মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত(২৪ঘন্টা) এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিনরাত(৭২ঘন্টা) মাসাহ করা জায়েয। মোজা পরিধান করার পরে প্রথম বার অপবিত্র হওয়া থেকে সময়সীমা শুরু হয়।

চামড়ার মোজা কিংবা কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার সময়কাল শুরু হয় প্রথমবার ওযু ভাঙ্গার পর প্রথমবার মাসেহ করা থেকে। প্রথমবার মোজা পরিধানের সময় থেকে নয়।

মোজার উপর মাসাহর শর্তাবলী:

পরিধেয় মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া। ফরয পরিমাণ অংশ ঢেকে থাকা এবং মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা।

শাইখ বিন বায বলেন: চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার শর্ত হচ্ছে– যতটুকু স্থান ধোয়া ফরয ততটুকু স্থানকে ঢাকতে হবে।[মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায (১০/১১১), দেখুন: ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়িমা (৫/৩৯৬)]

মোজার উপর মাসাহর পদ্ধতি:

দুই হাতের ভেজা আঙ্গুলগুলো দুই পায়ের আঙ্গুলের ওপর রাখবে। এরপর হাত দুইটি পায়ের গোছার দিকে টেনে আনবে। ডান পা ডান হাত দিয়ে মাসেহ করবে; বাম পা বাম হাত দিয়ে মাসেহ করবে। মাসেহ করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখবে। একাধিকবার মাসেহ করবে না।[দেখুন: শাইখ ফাউযানের 'আল-মুলাখ্খাস আল-ফিকহি ১/৪৩]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: অর্থাৎ মোজার যে অংশ মাসেহ করা হবে সেটা উপরের অংশ। শুধু পায়ের আঙ্গুলের দিক থেকে পায়ের গোছার দিকে হাত টেনে আনবে। একত্রে দুই হাত দিয়ে দুই পা মাসেহ করবে। অর্থাৎ ডান হাত দিয়ে ডান পা মাসেহ করবে এবং একই সময়ে বাম হাত দিয়ে বাম পা মাসেহ করবে। যেমনটি দুই কান মাসেহ করার ক্ষেত্রেও করা হয়। কেননা সুন্নাহ থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই জানা যায়। পায়ের নিচে ও পিছনে মাসাহ নয়।

Sisters'Forum In Islam

Sisters'Forum In Islam

মোজার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণসমূহ:

নিচের চারটির যে কোনো একটি কারণে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়:

১- পায়ের থেকে মোজা খুলে ফেললে।

২- মোজা খুলে ফেলা অত্যাবশ্যকীয় হলে, যেমন গোসল ফরয হলে।

৩- পরিহিত মোজা বড় ছিদ্র বা ছিড়ে গেলে।

৪- মাসাহের মেয়াদ পূর্ণ হলে।

সব ধরণের পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে না ফেলা পর্যন্ত তার উপর মাসাহ করা জায়েয, এতে মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক বা জানাবত তথা বড় নাপাকী লাগুক।

Sisters'Forum In Islam

Sisters'Forum In Islam

গোসল

গোসল দুই ধরণের হতে পারে: ন্যূনতম বা জায়েয পদ্ধতি, পরিপূর্ণ পদ্ধতি।

জায়েয পদ্ধতিতে মানুষ শুধু ফরযগুলো আদায় করে ক্ষান্ত হয়; সুন্নত ও মুস্তাহাব আদায় করে না। সে পদ্ধতিটি হচ্ছে: পবিত্রতার নিয়ত করবে। এরপর গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সাথে গোটা দেহে পানি ঢালবে; সেটা যেভাবে হোক না কেন; শাওয়ারের নীচে, সমুদ্রে নেমে, বাথটাবে নেমে ইত্যাদি।

আর গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে গোসল করেছেন সেভাবে গোসলের সকল সুন্নত আদায় করে গোসল করা।

শাইখ উছাইমীনকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন: **গোসল করার পদ্ধতি দুইটি:**

প্রথম পদ্ধতি: ফরয পদ্ধতি। সেটা হচ্ছে– গোটা দেহে পানি ঢালা। এর মধ্যে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেয়াও রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি যে কোনভাবে তার গোটা দেহে পানি পৌঁছাতে পারে তাহলে সে বড় অপবিত্রতা মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যাবে। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন: "যদি তোমরা জুনুবি হও তাহলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: পরিপূর্ণ পদ্ধতি; সেটা হচ্ছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে গোসল করতেন সেভাবে গোসল করা। যে ব্যক্তি জানাবাত (অপবিত্রতা) থেকে গোসল করতে চায় তিনি তার হাতের কব্জিদ্বয় ধৌত করবেন।

এরপর লজ্জাস্থান ও লজ্জাস্থানে যা লেগে আছে সেসব ধৌত করবেন।

এরপর পরিপূর্ণ ওযু করবেন।

Sisters' Forum In Islam

এরপর মাথার উপর তিনবার পানি ঢালবেন।

এরপর শরীরের অবশিষ্টাংশ ধৌত করবেন। এটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ গোসলের পদ্ধতি।[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম থেকে সমাপ্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮]

Sisters'Forum In Islam

গোসল

* হায়েযের গোসলে মাথার চুল অধিক প্রকৃষ্টভাবে মর্দন করা মুস্তাহাব

* নারীর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার করাও মুস্তাহাব যাতে করে দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

- জমহুর আলেমের মতে, ওযু ও গোসলের সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া মুস্তাহাব। আর হাম্বলি মাযহাবের আলেমগণ বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়াকে ওয়াজিব বলেছেন।
- ইমাম নববী এ সংক্রান্ত মতভেদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দেয়া সম্পর্কে আলেমগণের চারটি অভিমত-

১। ওযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে এ দুইটি সুন্নত। এটি শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত।

২। ওযু ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে এ দুইটি ওয়াজিব। ওযু-গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ দুইটি শর্ত। এটি ইমাম আহমাদের মত হিসেবে মশহুর।

৩। গোসলের ক্ষেত্রে এ দুইটি পালন করা ওয়াজিব; ওযুর ক্ষেত্রে নয়। এটি ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীবর্গের অভিমত।

৪। ওযু ও গোসলের ক্ষেত্রে নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব; গড়গড়া কুলি করা নয়। এটিও ইমাম আহমাদের অভিমত হিসেবে বর্ণিত।

ইবনে মুনযির বলেন: আমিও এ অভিমতের প্রবক্তা।[আল-মাজমু (১/৪০০) থেকে সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমত: দ্বিতীয় অভিমতটি। অর্থাৎ গোসলের ক্ষেত্রে গড়গড়া কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। এ দুটি পালন করা গোসল শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

- আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন: এ দুইটি পালন করা ছাড়া ওযুর ন্যায় গোসলও শুদ্ধ হবে না। কেউ বলেছেন: এ দুইটি ছাড়াই গোসল শুদ্ধ হবে। সঠিক হচ্ছে– প্রথম অভিমত। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী: "প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন কর।"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬] এ বাণী গোটা দেহকে অন্তর্ভুক্ত করে। নাকের ও মুখের অভ্যন্তরীণ অংশও দেহের এমন অংশ যা পবিত্র করা ফরয। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযুর মধ্যে এ দুইটি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ্‌র বাণী: "তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর" এর অধীনে এ দুইটিও অন্তর্ভুক্ত হয়।

Sisters' Forum In Islam

Sisters'Forum In Islam